সাহচর্য ও আনুগত্যের প্রভাব

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

সাহচর্য ও আনুগত্যের প্রভাব

শায়খপড বই

শায়খপড বুকস, ২০২৫ দ্বারা প্রকাশিত

যদিও এই বইটি তৈরিতে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, তবুও এখানে থাকা তথ্য ব্যবহারের ফলে কোনও ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য, অথবা ক্ষতির জন্য প্রকাশক কোনও দায়ভার গ্রহণ করবেন না।

সাহচর্য ও আনুগত্যের প্রভাব

প্রথম সংস্করণ। ১৭ জুলাই, ২০২৫।

কপিরাইট © ২০২৫ শায়খপড বই।

শায়খপড বুকস কর্তৃক লিখিত।

সুচিপত্র

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

কম্পাইলারের নোটস

ভূমিকা

সাহচর্য ও আনুগত্যের প্রভাব

ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক

অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া

স্বীকৃতি

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, যিনি আমাদের এই খণ্ডটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক, যাঁর পথ আল্লাহ মানবজাতির মুক্তির জন্য বেছে নিয়েছেন।

আমরা সমগ্র শায়খপড পরিবারের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের ছোট্ট তারকা ইউসুফের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ শায়খপড বইয়ের উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিতপ্রাণ সহায়তা শায়খপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করুন এবং এই কিতাবের প্রতিটি অক্ষর তাঁর মহিমান্বিত দরবারে কবুল করুন এবং শেষ দিবসে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দিন।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং অফুরন্ত দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ এবং সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

কম্পাইলারের নোটস

আমরা এই খণ্ডে ন্যায়বিচার করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি, তবে যদি কোনও ত্রুটি পাওয়া যায় তবে সংকলক ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে তার জন্য দায়ী থাকবেন।

এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় আমরা ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে মেনে নিই। আমরা হয়তো অসচেতনভাবে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তা সাদরে গৃহীত হবে। ShaykhPod.Books@gmail.com ঠিকানায় গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত ছোট বইটিতে সাহচর্য এবং আনুগত্যের প্রভাবের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনাটি পবিত্র কুরআনের ৪র্থ সূরা আন নিসার ১০৫-১১২ আয়াতের উপর ভিত্তি করে তৈরি:

"নিশ্চয়ই, আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষের মধ্যে বিচার করতে পারো, যা আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন। আর প্রতারকদের পক্ষে কথা বলো না। আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। আর যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তাদের পক্ষে বিতর্ক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন কাউকে ভালোবাসেন না যে প্রতারক পাপী। তারা মানুষের কাছ থেকে [তাদের মন্দ উদ্দেশ্য ও কাজ] গোপন করে, কিন্তু তারা আল্লাহর কাছ থেকে [তাদের] গোপন করতে পারে না। আর যখন তারা রাত কাটায়, তখন তিনি তাদের সাথে থাকেন, যা তিনি গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ডকে সর্বদা ঘিরে থাকেন। তোমরা যারা পার্থিব জীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করো, কিন্তু কে তাদের প্রতিনিধি হবে কিয়ামতের দিন? অথবা কে তাদের প্রতিনিধি হবে? আর যে কেউ অন্যায় করে অথবা নিজের উপর অন্যায় করে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও করুণাময় পাবে। আর যে কেউ পাপ করে, তা কেবল নিজের বিরুদ্ধেই করে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন অপরাধ বা পাপ করে এবং তারপর তা কোন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয়, সে নিজের উপর অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপ বহন করে।"

আলোচ্য পাঠগুলি বাস্তবায়ন করলে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণে সহায়তা হবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে মন ও দেহের শান্তি ফিরে আসে।

ও আনুগত্যের প্রভাব

অধ্যায় ৪ – আন নিসা, আয়াত ১০৫-১১২

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ
خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾

وَلَا تُجَٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾

يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ
ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾

هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ جَٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ
ٱلْقِيَٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾

وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾

“নিশ্চয়ই, আমি তোমার প্রতি [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], এই কিতাবটি যথাযথভাবে নাযিল করেছি যাতে তুমি মানুষের মধ্যে আল্লাহ যা দেখিয়েছেন তার ভিত্তিতে ফয়সালা করতে পারো। আর প্রতারকদের পক্ষে কথা বলো না।

আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

আর যারা নিজেদেরকে প্রতারণা করে, তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন কাউকে পছন্দ করেন না যে প্রতারক পাপী।

তারা মানুষের কাছ থেকে [তাদের মন্দ উদ্দেশ্য এবং কাজ] গোপন করে, কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে [তাদের] গোপন করতে পারে না। আর যখন তারা রাত্রিযাপন করে, তখন তিনি তাদের সাথে থাকেন, এমন কথা যা তিনি পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ডকে পরিবেষ্টনকারী।

তোমরাই তো আছো - যারা পার্থিব জীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করছো - কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষে আল্লাহর সাথে কে বিতর্ক করবে, অথবা কে তাদের প্রতিনিধি হবে?

আর যে কেউ অন্যায় করে অথবা নিজের উপর জুলুম করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও করুণাময় পাবে।

আর যে কেউ পাপ করে, সে কেবল নিজের বিরুদ্ধেই পাপ করে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

কিন্তু যে ব্যক্তি কোন অপরাধ বা পাপ করে এবং তারপর তা কোন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয়, সে নিজের উপর অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপ বহন করে।”

ঐশ্বরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশনা দেওয়া যাতে তারা তাদের প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। এটি উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করার মাধ্যমে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ১০৫:

"নিশ্চয়ই, আমরা আপনার প্রতি [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিতাব নাজিল করেছি যাতে আপনি মানুষের মধ্যে আল্লাহ যা আপনাকে দেখিয়েছেন তার ভিত্তিতে বিচার করতে পারেন..."

অধিকন্তু, ঐশী শিক্ষার মধ্যে রয়েছে আইন এবং এই আইনগুলিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা যাতে সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার ও শান্তি ছড়িয়ে পড়ে। যেহেতু একমাত্র মহান আল্লাহই সবকিছু জানেন, তাই তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন, যা ব্যক্তিজীবনে এবং বৃহত্তর সমাজের মধ্যে শান্তির দিকে পরিচালিত করে। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের অভাবের কারণে সমস্ত মানবসৃষ্ট আচরণবিধি কখনও এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না।

অতএব, ব্যক্তিদের অবশ্যই তাদের নিজস্ব স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে, এমনকি যখন এই শিক্ষাগুলি তাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাদের একজন বিচক্ষণ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ অনুসরণ করেন, বুঝতে পারেন যে এটি তাদের সর্বোত্তম স্বার্থে, নির্দিষ্ট ওষুধের অপ্রীতিকরতা এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাস সত্ত্বেও। ঠিক যেমন এই বিচক্ষণ রোগী উন্নত মানসিক এবং

শারীরিক সুস্থতা অর্জন করতে পারেন, তেমনি একজন ব্যক্তিও হতে পারেন যিনি ইসলামী নীতিগুলি গ্রহণ করেন এবং অনুশীলন করেন। যদিও অনেক রোগী তাদের নির্ধারিত চিকিৎসার পিছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি বুঝতে পারেন না এবং এইভাবে তাদের চিকিত্সকের উপর আস্থা রাখেন, তবুও, মহান আল্লাহ ব্যক্তিদের ইসলামের শিক্ষাগুলি চিন্তা করতে উৎসাহিত করেন যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব বুঝতে পারে। তিনি এই শিক্ষাগুলিতে অন্ধ বিশ্বাসের প্রয়োজন করেন না; বরং, তিনি চান যে ব্যক্তিরা স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে এর বৈধতা বুঝতে পারে। তবে, ইসলামের শিক্ষার সাথে জড়িত হওয়ার সময় এটি একটি উন্মুক্ত এবং নিরপেক্ষ মানসিকতার প্রয়োজন। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, "এটি আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ১০৫:

"নিশ্চয়ই, আমরা আপনার প্রতি [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিতাব নাজিল করেছি যাতে আপনি মানুষের মধ্যে আল্লাহ যা আপনাকে দেখিয়েছেন তার ভিত্তিতে বিচার করতে পারেন..."

এই আয়াতটি ইঙ্গিত দেয় যে, যখন কেউ আন্তরিকভাবে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার উপর আমল করে, তখন তারা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে, যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাদেরকে বিভিন্ন পরিস্থিতির বাস্তবতা দেখাবেন যাতে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে যা তাদেরকে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করে, সে অভ্যন্তরীণভাবে অন্ধ হয়ে যাবে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পার্থিব বা ধর্মীয় পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে না। এই মনোভাব তাদের ভুল সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করবে, যা তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে।

এরপর মহান আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে মুসলমানদের সতর্ক করে বলেন, মানুষকে খুশি করার জন্য এবং সম্পদের মতো পার্থিব জিনিসপত্র অর্জনের জন্য ইসলামী শিক্ষার সাথে আপস করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা সৃষ্টি করবে। ৪র্থ সূরা আন-নিসা, আয়াত ১০৫:

"... আর প্রতারকদের পক্ষে ওকালতি করো না।"

একজন মুসলিমকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মানুষকে খুশি করার পাশাপাশি আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার ফলে তারা প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্যহীন করে তুলবে, এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল পথে পরিচালিত করবে এবং কিয়ামতের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে বাধা দেবে। অতএব, মানুষকে খুশি করার পাশাপাশি আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার ফলে উভয় জগতেই কেবল সমস্যা, চাপ এবং অসুবিধার সৃষ্টি হবে। উপরন্তু, মানুষ তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে না, কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর আনুগত্য করে, এমনকি যদি তা মানুষকে অসন্তুষ্ট করে, তাহলে আল্লাহ তাকে মানুষের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন, মানসিক প্রশান্তি দিয়ে, যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অধিকন্তু, মানুষকে খুশি করা যেমন প্রায় অসম্ভব, তেমনি যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার সাথে সাথে মানুষকে খুশি করার জন্য কাজ করে, সে অনিবার্যভাবে আল্লাহকে বা মানুষকে খুশি করবে না। পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে ব্যক্তি মানুষকে খুশি করার জন্য কাজ করে, সে যদি ভালো কাজও করে, তবুও আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ১০৫:

"... আর প্রতারকদের পক্ষে ওকালতি করো না।"

এই পরিস্থিতি এড়াতে হলে ভালো সাহচর্য গ্রহণ করতে হবে। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৩৩ নম্বর হাদিস অনুসারে, একজন মুসলিম তার সঙ্গীদের জীবনধারা অনুকরণ করতে থাকে। এর অর্থ হলো, ব্যক্তিরা তাদের আশেপাশের মানুষের ইতিবাচক বা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি অজান্তেই গ্রহণ করতে পারে।

ফলস্বরূপ, একজন মুসলিমের জন্য এমন ব্যক্তিদের সাহচর্য খোঁজা অপরিহার্য যারা তাদেরকে আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করে, যার মধ্যে ইসলামী নীতিমালা অনুসারে তারা যে আশীর্বাদ পেয়েছে তা কাজে লাগাতে হবে। ৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ১০৫:

"... আর প্রতারকদের পক্ষে ওকালতি করো না।"

এই আয়াতটি মানুষকে তাদের সঙ্গীদের প্রতি সঠিক আচরণ গ্রহণের জন্য সতর্ক করে, যার মাধ্যমে তারা তাদের খারাপ কাজের বিরুদ্ধে সতর্ক করে এবং ভালো কাজের পরামর্শ দেয়। দুঃখের বিষয় হল, অজ্ঞতার কারণে, অনেকেই ভালো সঙ্গীর সংজ্ঞা ভুল বুঝেছেন, যেমন আত্মীয় বা বন্ধু। তারা বিশ্বাস করে যে একজন ভালো সঙ্গী তাদের সঙ্গীকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে অন্ধভাবে সান্ত্বনা দেয় এবং সমর্থন করে, এমনকি যখন তারা ভুল হয়। তারা বিশ্বাস করে যে তাদের সঙ্গীর গঠনমূলক সমালোচনা করা একজন ভালো সঙ্গীর সংজ্ঞার পরিপন্থী এবং ফলস্বরূপ তারা কেবল তাদের সঙ্গীর কাজ এবং কথার সাথেই একমত হয়, এমনকি যখন তারা ভুল হয়। এই অজ্ঞ মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে কারণ একজন ভালো সঙ্গী হলেন সেই ব্যক্তি যিনি চান যে তাদের সঙ্গী উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করুক। এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন তারা তাদের খারাপ কাজের বিরুদ্ধে সতর্ক করে এবং ভালো কাজ করার পরামর্শ দেয় যাতে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। অতএব, অন্যদের সাথে ভালো সঙ্গী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত, এমনকি যদি তাদের কাজ, যেমন তাদের গঠনমূলক সমালোচনা, তাদের সঙ্গীদের অনুভূতি এবং আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। যে ব্যক্তি ভুল মনোভাব গ্রহণ করে, সে দেখতে পাবে যে তাদের সম্পর্ক উভয় জগতেই তাদের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা একে অপরকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছিল। অধ্যায় ৪৩ আয যুখরুফ, আয়াত ৬৭:

"সেদিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হবে, কেবল সৎকর্মশীলরা ছাড়া।"

৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ১০৫-১০৬:

"...আর প্রতারকদের পক্ষে কথা বলো না। আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো..."

অতএব, মানুষকে খুশি করার জন্য তাদের ঈমানের সাথে আপোষ করা এবং খারাপ সাহচর্য গ্রহণ করা থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং পরিবর্তে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত এবং ভাল সাহচর্য গ্রহণ করার চেষ্টা করা উচিত।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, প্রকৃত অনুতাপের জন্য অপরাধবোধ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা, এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন, তবে শর্ত থাকে যে এর ফলে অতিরিক্ত জটিলতা তৈরি না হয়। একই বা অনুরূপ অপরাধের পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকার এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং অন্যান্যদের উপর লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার সংশোধন করার জন্য আন্তরিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য। অধিকন্তু, ইসলামী নীতিমালা অনুসারে, আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে, একজনকে অবশ্যই সর্বদা মহান আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে হবে।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং এভাবে তাদের আচরণ সংশোধন করে, সে মহান আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা লাভ করবে। সূরা ৪ আন নিসা, আয়াত ১০৬:

"আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

যেহেতু ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি নির্দেশিত, যদিও তিনি পাপ করা থেকে ঐশ্বরিকভাবে সুরক্ষিত ছিলেন, তাই এটি মুসলমানদের জন্য আন্তরিক তওবার গুরুত্বকে আরও তুলে ধরে।

অধিকন্তু, যে ব্যক্তি খারাপ সঙ্গী গ্রহণ করে সে অনিবার্যভাবে তাদের খারাপ আচরণের জন্য অজুহাত তৈরি করবে এবং যদি তারা এই মনোভাব ধরে রাখে তবে তারা তাদের খারাপ সঙ্গীদের মন্দ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অন্ধ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি এই স্তরে পৌঁছাবে সে অনিবার্যভাবে তাদের খারাপ বন্ধুদের সাথে তাদের মন্দ কাজে যোগ দেবে। সূরা ৪ আন নিসা, আয়াত ১০৭:

"আর যারা নিজেদেরকে প্রতারণা করে, তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন কাউকে পছন্দ করেন না যে প্রতারক পাপী।"

অতএব, এই আয়াত মুসলমানদেরকে মানুষের অধিকার পূরণ করতে সতর্ক করে, কিন্তু তাদের আনুগত্য কেবল মহান আল্লাহর প্রতিই স্থির রাখতে বলে। যে ব্যক্তি পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবের মতো মানুষের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, সে

অনিবার্যভাবে এই মনোভাব গ্রহণ করবে যেখানে তারা তাদের সঙ্গীদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কারণে তাদের খারাপ আচরণকে ক্ষমা করবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি কেবল মহান আল্লাহর প্রতি অনুগত, সে তার সঙ্গীদের অন্য সবকিছুর চেয়ে তাঁর আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেবে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সঙ্গীদের খারাপ আচরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করবে এবং তাদের খারাপ আচরণের জন্য কখনও অজুহাত দেখাবে না এবং তাদের খারাপ কাজে তাদের সমর্থন করবে না। অধ্যায় ৫ আল মায়িদা, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

যদি কেউ মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয় এবং মানুষের প্রতি অনুগত থাকে, তাহলে সে অনিবার্যভাবে অন্যদের মন্দ কাজে সহায়তা করবে এবং মন্দ চরিত্র গ্রহণ করবে। এর ফলে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা একটি ভারসাম্যহীন মানসিক ও শারীরিক অবস্থা লাভ করবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে স্থানচ্যুত করবে। অতএব, এই ব্যক্তি এই পৃথিবীতে বা পরকালে মহান আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ পাবে না। সূরা ৪ আন নিসা, আয়াত ১০৭:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহ এমন কাউকে পছন্দ করেন না যে অভ্যাসগতভাবে পাপী প্রতারক।"

এই ব্যক্তি দ্বিমুখী মনোভাব গ্রহণ করে যার মাধ্যমে তারা পার্থিব লাভের জন্য, যেমন সামাজিক মর্যাদার জন্য, কার সাথে যোগাযোগ করছে তার উপর নির্ভর করে তাদের আচরণ পরিবর্তন করে। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ১০৮:

"তারা [তাদের মন্দ উদ্দেশ্য এবং কাজ] মানুষের কাছ থেকে গোপন করে, কিন্তু তারা [তাদের] আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করতে পারে না..."

কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ তাদের সকল উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত, তাই তিনি উভয় জগতেই তাদের জবাবদিহি করবেন এবং অবশেষে তাদের প্রকাশ করে দেবেন যাতে তারা তাদের দ্বিমুখী আচরণ দিয়ে যাদের খুশি করার চেষ্টা করে তারা তাদের ঘৃণা করে। ৪র্থ সূরা আন নিসা, আয়াত ১০৮:

"...আর যখন তারা রাত্রিযাপন করে, তখন তিনি তাদের সাথে থাকেন, এমন কথাবার্তা যা তিনি পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ডকে পরিবেষ্টনকারী।"

অতএব, দ্বিমুখী মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি উভয় জগতেই অপমানের দিকে পরিচালিত করে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে দ্বিমুখী মনোভাব গ্রহণ করে তার পরকালে আগুনের দুটি জিহ্বা থাকবে। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৭৩ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। পরিবর্তে, তাদের আচরণ সংশোধন করতে হবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জনের চেষ্টা করে। তাদের অবশ্যই তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করতে হবে যাতে তারা কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে। যে ব্যক্তি

অন্য কোনও কারণে কাজ করে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে কোনও প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযীর ৩১৫৪ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। তাদের অবশ্যই তাদের কথা সংশোধন করতে হবে যাতে তারা কেবল ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে। তাদের অবশ্যই তাদের কর্ম সংশোধন করতে হবে যাতে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহির জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে। এই আচরণের ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসবে।

৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ১০৮:

"...আর যখন তারা রাত্রিযাপন করে, তখন তিনি তাদের সাথে থাকেন, এমন কথাবার্তা যা তিনি পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ডকে পরিবেষ্টনকারী।"

বক্তৃতাকে তিনটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণী হল ক্ষতিকর বক্তৃতা, যা সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলা উচিত। দ্বিতীয় শ্রেণী হল উপকারী বক্তৃতা, যা উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ করা উচিত। তৃতীয় শ্রেণী হল অসার বক্তৃতা। যদিও এই ধরণের বক্তৃতা পাপ বা পুণ্যের নয়, এটি পাপপূর্ণ বক্তৃতার দিকে পরিচালিত করতে পারে, তাই এটি এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়। অধিকন্তু, অসার বক্তৃতা বিচারের দিনে অনুশোচনার কারণ হতে পারে, কারণ ব্যক্তিরা এই ধরণের বক্তৃতার জন্য সময় এবং সুযোগ নষ্ট করার বিষয়ে চিন্তা করে। ফলস্বরূপ, একজন মুসলিমকে হয় ইতিবাচক কথা বলতে বা নীরব

থাকতে উৎসাহিত করা হয়। সহিহ মুসলিমের ১৭৬ নম্বর হাদিস দ্বারা এই নির্দেশনা সমর্থিত।

এরপর আল্লাহ তাআলা মানুষকে ভুল কাজে অন্যদের সমর্থন করা থেকে বিরত থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দেন কারণ এটি উভয় জগতে উভয় পক্ষের জন্যই বিপদ ডেকে আনবে। ৪র্থ সূরা আন নিসা, আয়াত ১০৯:

" তোমরা তো সেইসব লোক যারা পার্থিব জীবনে তাদের পক্ষে তর্ক করছো - কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে তাদের পক্ষে কে তর্ক করবে, অথবা কে তাদের প্রতিনিধি হবে?"

অন্যায়কারীকে এই পৃথিবীতে তাদের সমর্থনকারী লোকদের দ্বারা বোকা বানানো উচিত নয় কারণ এটি তাদের নিরাপত্তার একটি মিথ্যা ধারণা দেবে। তারা বিচারের দিন নিরাপত্তা এবং সমর্থন পাবে না যখন তাদের সমস্ত উদ্দেশ্য, কথা এবং কাজের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। এটি প্রায়শই বিশ্বজুড়ে সমাজে দেখা যায় যেখানে রাজনীতিবিদদের মতো শক্তিশালী ব্যক্তিরা তাদের কর্মের জন্য আটকা পড়ার হাত থেকে রক্ষা পান যখন অন্য কেউ তাদের পক্ষে ওকালতি করে এবং তাদের কর্মের পরিণতি থেকে তাদের রক্ষা করে। এই আচরণ কখনই কোনও ব্যক্তিকে বোকা বানানো উচিত নয় কারণ মহান আল্লাহ, শেষ পর্যন্ত উভয় জগতেই তাদের শাস্তি দেবেন, যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। এই পৃথিবীতে, এই অন্যায়কারী অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এর ফলে মানসিক এবং শারীরিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে এবং এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল পথে পরিচালিত করবে। এর ফলে তারা কিছু পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও দুঃখ, চাপ এবং ঝামেলায় ভরা জীবনযাপন করবে। উপরন্তু, তাদের মনোভাব তাদেরকে বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে

প্রস্তুতি নিতে বাধা দেবে। অতএব, পরকালে তাদের জন্য যে শাস্তি অপেক্ষা করছে তা আরও ভয়াবহ হবে এবং তাদের পক্ষে কাউকে ওকালতি বা সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। ৪র্থ সূরা আন-নিসা, আয়াত ১০৯:

"... *কিন্তু কেয়ামতের দিন তাদের পক্ষে আল্লাহর সাথে কে তর্ক করবে, অথবা [তখন] কে তাদের প্রতিনিধি হবে?"*

প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু এই ব্যক্তি মানুষের উপর অন্যায় করেছে, তাই বিচারের দিন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যায়কারীকে তাদের পুণ্যকর্ম তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য করা হবে এবং প্রয়োজনে, ন্যায়বিচার না হওয়া পর্যন্ত তারা ক্ষতিগ্রস্থদের পাপ বহন করবে। এর ফলে শেষ পর্যন্ত অন্যায়কারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই সতর্কীকরণ পাওয়া যায়।

এরপর আল্লাহ তাআলা মানুষকে আন্তরিকভাবে তওবা করে উভয় জগতের ঝামেলা এড়াতে আহ্বান জানান কারণ যে ব্যক্তি অন্যদের উপর অন্যায় করে সে উভয় জগতেই ন্যায়বিচারের মুখোমুখি হবে, যদিও এই ন্যায়বিচার তাদের কাছে এই পৃথিবীতে স্পষ্ট নয়, এবং যে ব্যক্তি বাস্তবে আল্লাহর অধিকার লঙঘন করে সে কেবল নিজের উপরই অন্যায় করে কারণ মহান আল্লাহর ক্ষতি করা সম্ভব নয়। ৪র্থ সূরা আন নিসা, আয়াত ১১০:

" আর যে কেউ অন্যায় করে অথবা নিজের উপর জুলুম করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও করুণাময় পাবে।"

প্রকৃত অনুতাপের অর্থ হলো অনুশোচনা অনুভব করা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার কাছে সক্রিয়ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং যে সকল ব্যক্তি প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, যদি তা অতিরিক্ত জটিলতা সৃষ্টি না করে। একই বা অনুরূপ পাপের পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকার এবং আল্লাহ তাআলা এবং অন্যান্যদের উপর লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার সংশোধন করার জন্য আন্তরিকভাবে অঙ্গীকার করা অপরিহার্য। উপরন্তু, ইসলামী নীতিমালা অনুসারে তাদের উপর প্রদত্ত অনুগ্রহ যথাযথভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টা করা উচিত।

আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, তারপর এই বাস্তবতাটির উপর জোর দেন যে, যেকোনো অন্যায় কেবল অন্যায়কারীকেই প্রভাবিত করে, এমনকি যদি তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। এই পৃথিবীতে, একজন ব্যক্তির পাপ তাকে ভারসাম্যহীন মানসিক ও শারীরিক অবস্থার দিকে ঠেলে দেয় এবং তার জীবনের সবকিছু এবং সকলকে বিভ্রান্ত করে। পরকালে, একজন ব্যক্তির পাপ তার শাস্তির উৎস হয়ে ওঠে। অতএব, আল্লাহ, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে প্রাপ্ত পার্থিব সম্পদের দ্বারা প্রতারিত হওয়া উচিত নয়, কারণ এই জিনিসগুলি উভয় জগতেই তাদের জন্য কেবল চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ৪ আন-নিসা, আয়াত ১১১:

" আর যে কেউ পাপ করে, সে কেবল নিজের বিরুদ্ধেই তা করে..."

এবং ৬৮তম অধ্যায় আল-কালাম, ৪৪তম আয়াত:

"... আমরা তাদেরকে ধীরে ধীরে [শাস্তির দিকে] নিয়ে যাব, যেখান থেকে তারা জানে না।"

যেহেতু মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্ম সম্পর্কে অবগত, তাই তারা এই পৃথিবীতে বা পরকালে তাদের মন্দ কর্মের পরিণতি থেকে রেহাই পেতে পারে না। ৪র্থ সূরা আন নিসা, আয়াত ১১১:

"... আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।"

এরপর আল্লাহ তাআলা অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে নিজের পাপের গুরুতরতা বৃদ্ধি করার বিষয়ে সতর্ক করেন। ৪র্থ সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১২:

"কিন্তু যে ব্যক্তি কোন অপরাধ বা পাপ করে এবং তারপর তা কোন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয়, সে নিজের উপর অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপ বহন করে।"

আবার এমন সমাজে প্রায়শই ঘটে যেখানে শক্তিশালী ব্যক্তিত্বদের তাদের মন্দ কর্মের পরিণতি থেকে রক্ষা করা হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে, এই পরিণতিগুলি নিরপরাধ মানুষের উপর স্থানান্তরিত হয়। এই সুরক্ষা দ্বারা কখনই বোকা বানানো উচিত নয় কারণ এটি তাদের কিছু পার্থিব বিষয়ে রক্ষা করতে পারে তবে

তারা উভয় জগতেই তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করবে, যদিও এই পৃথিবীতে এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এই পৃথিবীতে , তাদের মন্দ কর্মের মাধ্যমে তারা যে প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করে তা তাদের জন্য চাপ, ঝামেলা এবং দুর্দশার উৎস হয়ে উঠবে। উদাহরণস্বরূপ, এই শক্তিশালী ব্যক্তিত্বরা খুব ভীত জীবনযাপন করে এবং ক্রমাগত ভয় পায় যে কেউ তাদের তাদের শক্তিশালী অবস্থান থেকে সরিয়ে দেবে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের কর্মের জন্য মানুষের কাছে জবাবদিহি করবে। এই ভীততা তাদের মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেয় যদিও তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। কিন্তু পরকালে তাদের জন্য যা অপেক্ষা করছে তা আরও খারাপ হবে।

ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক

500+ বিনামূল্যে ইংরেজি বই এবং অডিওবুক / كتب عربية / كتب اردو/ বুকু মেলায়ু / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros পর্তুগিজরা :

https://shaykhpod.com/books/

ই-বুকের ব্যাকআপ সাইট: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

ইউটিউব: https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

অডিওবুক , ব্লগ, ইনফোগ্রাফিক্স এবং পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/

অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
অডিওবুকস : https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
পডওম্যান: https://shaykhpod.com/podwoman
পডকিড: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts

লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে প্রতিদিনের ব্লগ এবং আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন: http://shaykhpod.com/subscribe

অডিওবুকের ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod